বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন।

➢ ভূমিকা: ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর হতে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ৪ (চার) হাজারের বেশি মেরিন ক্যাডেট তৈরি করেছে এই একাডেমী। ১৯৬২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতি ব্যাচে গড়ে ৫০ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ধাপে ধাপে প্রতি ব্যাচের ক্যাডেট সংখ্যা ৫০ থেকে ২৭৫-এ উন্নীত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা ৫০০-তে উন্নীত করার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের পর থেকে বিভিন্ন পেশাদার প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে আরো প্রায় ৩৫,০০০-এর বেশি সংখ্যক মেরিন অফিসার ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারকে উচ্চতর ও সহায়ক প্রশিক্ষণ (প্রিপারেটরী ও অ্যান্সিলারী কোর্স) প্রদান করা হয়েছে।

➢ একাডেমীর প্রশিক্ষণমান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও খ্যাতি অর্জন করায় IMO (International Maritime Organization) ১৯৯০ সালে একাডেমীকে World Maritime University, Malmo, Sweden-এর শাখার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। একাডেমীতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে GMDSS সিমুলেটর, RADAR & ARPA সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া STCW এর প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসারে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, সিম্যানশিপ সেন্টার, ফায়ার ফাইটিং স্কুল, লাইব্রেরী, ট্রেনিং লেক, সুইমিং পুল, কম্পিউটার ল্যাব ও অডিও ভিজ্যুয়েল যন্ত্রপাতি স্থাপন করে একাডেমীকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার স্বীকৃতি-স্বরূপ ২০০০ সালে বাংলাদেশ IMO White List-এ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, ২০১৩-২০১৭ সাল সময়ের জন্য একাডেমির কমান্ড্যান্ট নৌপ্রকৌ. ড. সাজিদ হোসেন বাংলাদেশী হিসেবে এই প্রথম World Maritime University, Malmo, Sweden-এর Board of Governors-এর একজন Governor নির্বাচিত হয়েছেন এবং ২০১৬ সনে তিনি IMO (International Maritime Organization)-এর একজন 'মেরিটাইম এ্যাম্বাসেডর' নির্বাচিত হয়েছেন। যা বাংলাদেশ সরকার এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য অনন্য গৌরব।

➢ বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধীভুক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদেরকে ৪(চার) বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সাইন্স (বিএমএস) ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, একাডেমীর পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ জাহাজের ক্যাপ্টেন ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেশী ও বিদেশী জাহাজে কর্মরত থেকে দেশের জন্য সুনাম ও প্রতি বছর প্রায় ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে, যা দেশের দারিদ্র বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, একজন মেরিনার গড়ে ২০ বছরের পেশাগত জীবনে দেশের জন্য ১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে নিয়ে আসে। যা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন।

প্রভাব/অভিগাত

মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং ক্যাডেট সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫০ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; প্রায় সকলেই দেশি-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে নিয়োগলাভ করে দেশের জন্য উল্লেখজনক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে আনছে। নিঃসন্দেহে এর সুফল দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখজনক ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প

(ভিশন): ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সাইন্স (বিএমএস) ডিগ্রী ও STCW পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যত নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম মানব সম্পদ গড়ে তোলা।

মিশন

➢ নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ছাড়াও কঠোর শৃঙ্খলার মাধ্যমে শারীরিক প্রশিক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক নৌ-বহরের জন্য একজন সাহসী এবং পরিশ্রমী কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

➢ নির্ধারিত সময়োত্তীর্ণের পর সমুদ্রোত্তর বা উচ্চতর কোর্সসমূহের (ক্লাস ১, ২ ও ৩ ডেক ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ও সনদায়ন) মাধ্যমে সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি (CoC) অর্জনে সক্ষম হয় সে জন্য প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব

মেরিটাইম সেক্টরে নারীর ক্ষমতায়নের সমতা বিধানের লক্ষ্যে ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ১ম বারের মত ফিমেল ক্যাডেট ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়। এ পর্যন্ত ৫০ জন ফিমেল ক্যাডেটের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৪ জন ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অধীনে ক্যাডেটশীপ সম্পন্ন করেছে। তারা বর্তমানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। বর্তমানে ২০১৮ সালে ৬ জন ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছে। সমুদ্র পরিবহণ সেক্টরে এই নব-উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশী নারীদের নতুন ভূমিকা, সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০১২ সাল হতে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু

বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের একাডেমি পরিদর্শন/সম্মাননা

- একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৯ম ব্যাচের ক্যাডেট নৌপ্রকৌ. জনাব আবদুস সালামকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার " স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৬" প্রদান করায় বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

নৌপ্রকৌ. জনাব আবদুস সালামকে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান

ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং আইসিটি

নতুন আইসিটি সেল গঠন করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিকমানে একাডেমির নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।
প্রশিক্ষণে ই-লার্নিং প্রবর্তন করা হয়েছে।
প্রতিটি ক্লাস রুমকে মাল্টিমিডিয়া ও কম্পিউটার সমৃদ্ধ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা চালূ করা হয়েছে।
ক্যাম্পাসে ওয়াই ফাই স্থাপন করা হয়েছে।
২০০৯ সাল হতে ক্যাডেটদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অন-লাইন নিবন্ধন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

পুরাতন প্রশাসনিক ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবণের সংস্কার করণ

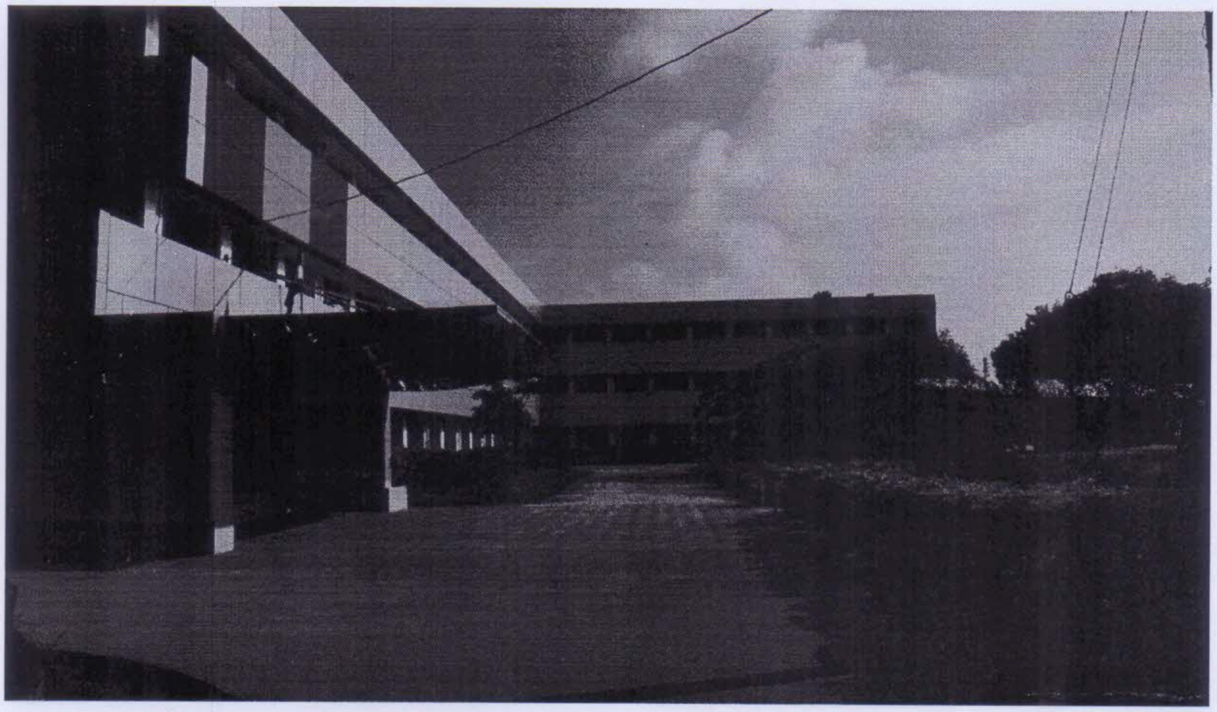

পুরাতন ক্যাডেট ব্লকের সম্মূখ ভাগ সজ্জিত করণ ও সম্মূখের ইয়ার্ড টাইলস করণ

নতুন ক্যাডেট ব্লকের রাস্তা নির্মাণ

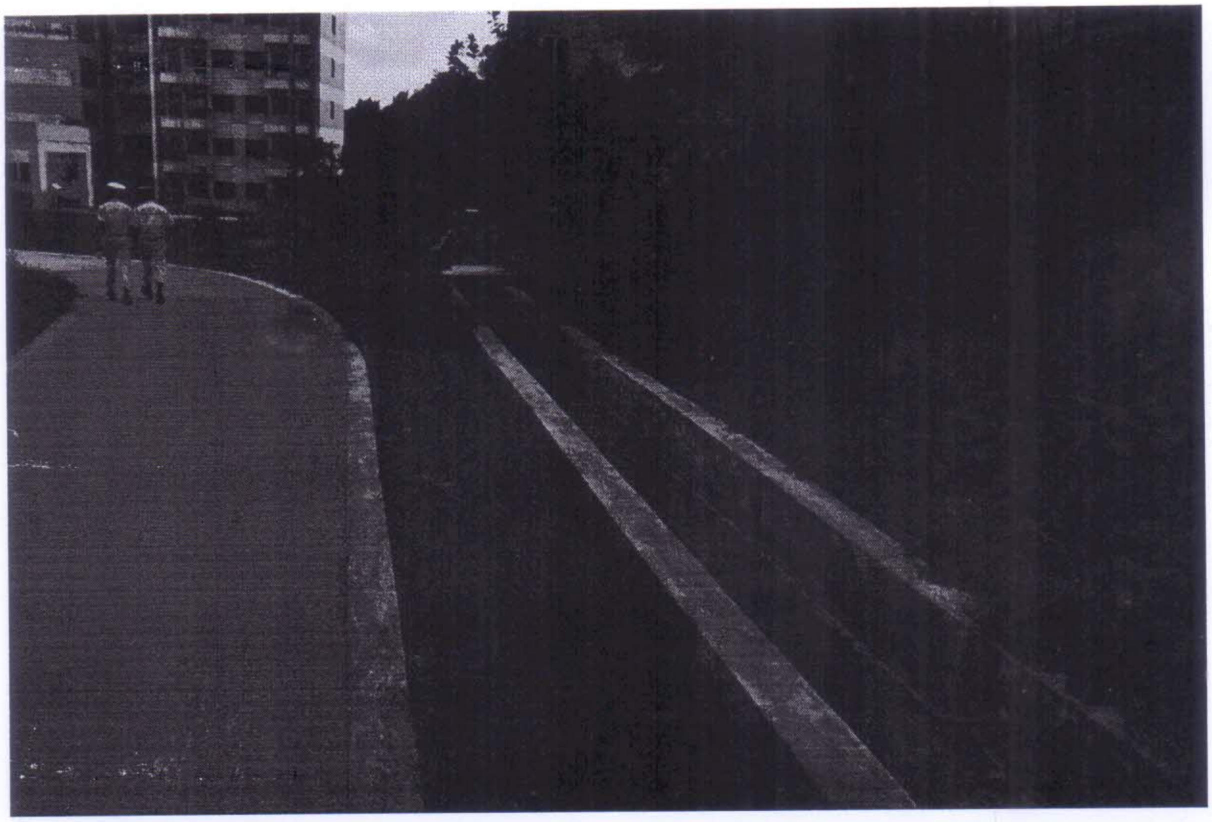

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ঃ

- অবকাঠামোগত পুনর্গঠণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি আধুনিকীকরণ প্রকল্প ঃ (মেয়াদ ২০১৬-২০১৯) সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রক্রিয়াধীন।
- ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের জন্য ১টি ট্রেনিং শীপ এবং ফুলমিশন ব্রীজ সিমুলেটর এবং ইঞ্জিন সিমুলেটর সংগ্রহের জন্য কোরিয়ান ইডিসিএফ এর সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচী প্রক্রিয়াধীন।
- ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটির অধীনে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে মাষ্টার্স কোর্স প্রচলন ।
- শিপিং এবং মেরিটাইম সেক্টরে এই অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিকে নলেজ সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা কমপ্লেক্স শীর্ষক
- প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

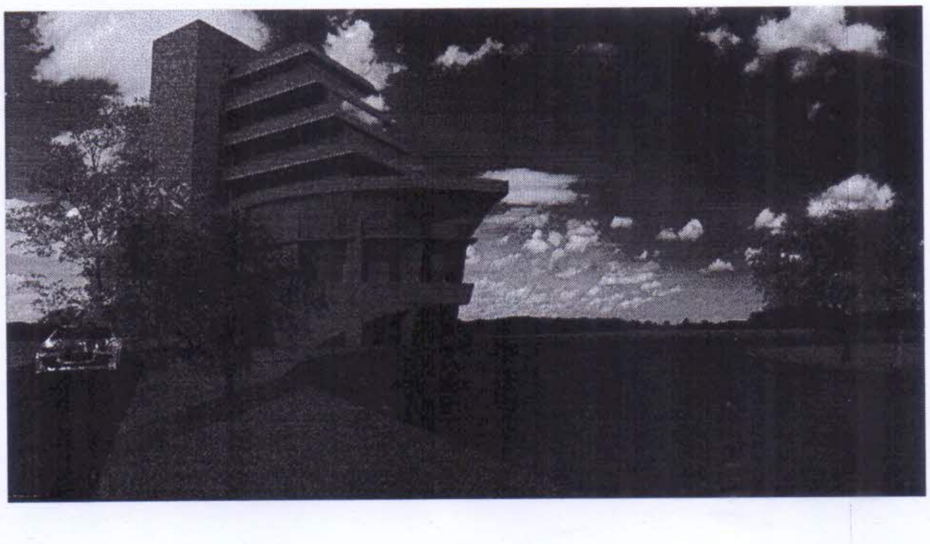

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণীঃ

(টাকার অংক হাজার টাকায়)

আর্থিক সন	রাজস্ব বরাদ্দ (মূল বাজেট)	রাজস্ব বরাদ্দ (সংশোধিত বাজেট)	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব প্রাপ্তি
২০১৮-১৯	২৩,২৮,৬০	২৩,২৮,৬০	১৫৪৩৩০	১৫০০০

উপসংহার :

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি মেরিটাইম শিক্ষার উচ্চমান অর্জনে পেশাগতভাবে দক্ষ এবং চৌকস মেরিন ক্যাডেট তৈরী করে আসছে। আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মেরিটাইম শিক্ষায় ও বাণিজ্যিক নৌবহরে এ মেরিন একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিদেশের বিভিন্ন মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংগে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মেরিন একাডেমির কার্যক্রম প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে **"বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা কমপ্লেক্স"** শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।